তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

যুগান্তর

বোর্ডের বই নিয়ে দুর্নীতি তদন্ত করছে ব্যুরো

কাজী আব্দুল হান্নান

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বই ছাপানো নিয়ে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পাঠানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনিয়ম তদন্তে দ্বিতীয় দফায় গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৯৬ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে প্রতি বছর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এসব সমস্যার নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেশ কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। কমিটির রিপোর্টে প্রশাসনিক বিষয়াদির জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়গুলো আরও তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে পাঠানোর পক্ষে মত দেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এই সুপারিশ কার্যকর করার জন্য এর মধ্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ১৯৯৬-২০০০ সালের পরিমার্জিত সংশোধিত নতুন বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে তদন্তের জন্য প্রথম অতিরিক্ত সচিব দীপক কুমার সাহার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এই কমিটি বিশেষ কোন দুর্নীতি পায়নি বলে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। অথচ বিভিন্ন সংবাদপত্রে যেসব ঘটনা প্রকাশ পেতে থাকে তাতে রিপোর্টের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক নতুন আরেকটি কমিটি গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেন। বই মুদ্রণের কারিগরি দিকগুলো খতিয়ে দেখে তদন্ত করার জন্য এই কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। একজন যুগ্ম-সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের এই কমিটিতে গ্রাফিকস আর্টস ইন্সটিটিউটের প্রধান ইনস্ট্রাক্টরকে একজন কারিগরি বিশেষজ্ঞ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় কমিটির তদন্তে বেরিয়ে আসে ঘটনার অন্তরালের বিভিন্ন ঘটনা। অনিয়মের পাশাপাশি ব্যতিক্রম হিসাবে এই কমিটি চিহ্নিত করে দায়ী ব্যক্তিদের। এই তদন্ত কমিটি ১৯৯৬ সালে উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিয়ে বোর্ডে যেসব ঘটনা ঘটে তা উদঘাটন করে। এই শিক্ষাবর্ষে পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত ষষ্ঠ ও নবম-দশম শ্রেণীর বই মুদ্রণ এবং বাজারজাত করতে গিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে কমিটির মন্তব্যে বলা হয়, রয়ালটি মওকুফ করে দিয়ে নতুন পাঠ্যক্রমের বই মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ উন্মুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশকদের নিয়ন্ত্রণে রেখে বই সংকট দূর করা বোর্ড কর্তৃপক্ষের জন্য শেষ পর্যন্ত অসম্ভব

ব্যুরো : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৬

ব্যুরো : তদন্ত করছে

(৩ পৃষ্ঠার পর)

হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে সরকারের হস্তক্ষেপে এই সংকট মোকাবেলা করা হয়। অথচ উন্মুক্ত মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় রয়ালটি বাবদ প্রাপ্য শতকরা ১০ ভাগ টাকা থেকে সে বছর বোর্ডকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

পরের বছর বই পরিবর্তনের নামে প্রহসন করার অপর একটি ঘটনা উন্মোচন করে কমিটি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৯৬ সালে মুদ্রিত অতিরিক্ত বই বাজারে মজুদ থাকার কারণে '৯৭ সালের বৈধ কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রকাশক, মুদ্রণকারী ও বিক্রেতারা নতুন বইয়ের কভার ও অনুশীলনী পরিবর্তন করে নিরাপত্তা পত্র সংযোজন করার দাবি করে। কিন্তু বোর্ড কভার ডিজাইন ও রং পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়, অনুশীলনী পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু কভারে 'নতুন সংস্করণ' কথাটি লিখে দেয়া হয়। আসলে বইয়ের ভেতরের বিষয়বস্তু একই থেকে যায়।

তদন্ত কমিটির মতে, এটা শুধু প্রহসনই নয়; এক ধরনের প্রতারণাও। উন্মুক্তকরণের সুযোগে আগের বছরের পজেটিভ ব্যবহার করে বা আগের বছরেই অতিরিক্ত বই মুদ্রণ করে মজুদ রেখে ১৯৯৬ সালের মুদ্রণকারী ও প্রকাশক পর্যায় থেকে এই প্রহসনের মাধ্যমে পরের বছরও বই বাজারে ছাড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ফলে অসাধু মহল বইয়ের কালোবাজারি করে বোর্ডকে ১৯৯৭ সালের রয়ালটি আয় থেকে বঞ্চিত করেছে। এজন্য শিক্ষাবোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যানসহ সব সদস্যকে দায়ী করা যেতে পারে বলে কমিটি মত প্রকাশ করে।

১৯৯৮ সালের অনিয়মকে তদন্ত কমিটি বোর্ড কর্তৃপক্ষের একক গুরুতর অনিয়ম বলে চিহ্নিত করে। সে বছর কোন টেন্ডার না করে একটি বিশেষ শ্রেণীকে অবৈধ সুবিধা দেয়ার অভিযোগকে কমিটি সঠিক বলে রিপোর্টে উল্লেখ করে। ১৯৯৬ সালের সংকটের পর নেয়া সরকারি সিদ্ধান্তে মোট মুদ্রণ সংখ্যার অন্তত ২০ ভাগ বই বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছাপানো ও বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু '৯৭ সালে বোর্ড নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৪৭ ভাগ বই নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছাপায়। ফলে প্রায় ১৭ কোটি টাকার বই বোর্ডের গুদামে অবিক্রীত থেকে যায়। অতিরিক্ত বই ছাপানোর কোন উপযুক্ত কারণ বোর্ড দেখাতে পারেনি। পরবর্তী বছর ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য মুদ্রণযোগ্য বইয়ের সংখ্যা নিরূপণে বিরাট গরমিল ধরা পড়ে। বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৭৯ লাখ ৫৬ হাজার বই মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেও এই পরিমাণ বই মুদ্রণ ও গুদামজাত করা সম্ভব হয়নি। বোর্ডের মুদ্রণ করা বইয়ের মধ্যে মাত্র ১১ লাখ বই বিক্রি হয়। অতিরিক্ত বই মুদ্রণের জন্য সাবেক বিতরণ নিয়ন্ত্রক আবদুল মান্নানকে দায়ী করে রিপোর্টে বলা হয়, পরবর্তী সময়ে অবিক্রীত বই গুদামে থাকার নামে বোর্ডকে অতিরিক্ত গুদাম ভাড়া বাবদ ৪৯ লাখ টাকা ২০০০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত গুনতে হয়েছে। রিপোর্টে বোর্ডের সভায় বিতরণ নিয়ন্ত্রকের প্রস্তাবে ১৯৯৮ সালের বইয়ের দাম অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে মাত্র তিনটি বই নতুন হওয়ায় সেগুলোর টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। বাকি ৫৭টি বইয়ের জন্য টেন্ডার করা হয়নি। ১৯৯৭ সালের বাফার স্টকের অবিক্রীত ৬৮ লাখ বই থেকে ৬৪ লাখ বাজারজাত করার জন্য বরাদ্দ দিয়ে বাকি ৪ লাখ গুদামে মজুদ রাখা হয়। তার ওপর আবার ১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য পাঠ্যবইয়ের সংখ্যা নিরূপণ করা হয় ৪ কোটি ৪৫ লাখ। কিন্তু বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের কোটায় শতকরা ২০ ভাগের হিসাবে ৮৯ লাখের স্থলে দেখানো হয় ৪৫ লাখ। কমিটি দেখিয়েছে, পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা নিরূপণের পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তদন্ত কমিটির মতে, ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত না মেনে শতকরা ২০ ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৪৭ ভাগ বই বোর্ডের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ছেপে বাফার স্টক তৈরি করার মধ্য দিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল সে সমস্যা এখনও বিদ্যমান। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এ ধরনের বাফার স্টক তৈরির মধ্য দিয়ে সমস্যা সৃষ্টির জন্য বিতরণ শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় বলে কমিটি মত প্রকাশ করেছে।

১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সর্বনিম্ন টেন্ডারদাতাদের কাজের সুযোগ দিলেও বোর্ড তাদের সহযোগিতার পরিবর্তে অসহযোগিতা করে। এসব অসহযোগিতার মধ্যে ছিল- বিলম্বে এবং কয়েক দফায় কাগজ দেয়া, বকেয়া বিলসহ অন্যান্য বিল পরিশোধে গড়িমসি করা ও নিম্নমানের পজেটিভ সরবরাহ করে প্লেট তৈরির কাজে সমস্যা সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে মুদ্রণ ও পরবর্তী কাজ বিঘ্নিত করাই ছিল উদ্দেশ্য।

২০০০ শিক্ষাবর্ষের বই সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রয়োজনের তুলনায় কম বইয়ের টেন্ডার আহ্বান করে অসংশোধিত বই বাজারজাত করার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া বইয়ের দাম প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ কমার পরও তা পাঠ্য তালিকায় উল্লেখ না করে আগের বছরের চেয়ে বেশি দামে বিক্রির ব্যবস্থা করে প্রকাশকদের লাভবান করা হয়। অথচ নতুনভাবে মুদ্রণ করা ১৫টি বইয়ের কভার ও নিরাপত্তা কাগজ পরিবর্তন করে ছাত্রছাত্রীদের বই পুনরায় ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর জন্য দায়ী করা হয় শিক্ষা বোর্ডের বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ হোসেনকে।